R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD— 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই আষাঢ়, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
৩০শে জুন, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

রাজনীতির দাপটে পুলিশ-প্রশাসন অসহায়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজনৈতিক দাপটের কাছে পুলিশ বা প্রশাসন কতটা নিরুপায় ও অসহায় তার প্রমাণ পেল অরঙ্গাবাদের মানুষ। সম্প্রতি এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়—সুতী থানার এ, এস, আই নিমাই ব্যানার্জী গত ১১ মে বাসে অরঙ্গাবাদ আসছিলেন। ঐ বাসেই যাত্রীদের সঙ্গে অরঙ্গাবাদ কলেজের বর্তমান জি, এস (এস, এফ, আই) এবং কিছু ছাত্র ছিলেন। কোন কারণে এ, এস, আই নিমাই ব্যানার্জীর সাথে কলেজ ছাত্রদের বচসা বাধলে নিমাইবাবু এক ছাত্রের গায়ে হাত দেন। ঘটনার পরদিন ১২ মে ওখানকার জনৈক বাস মালিক মঙ্গল সরকারের নেতৃত্বে বেশ কিছু ছাত্র ও বাইরের লোক সুতী থানা চত্বরে চড়াও হয়ে এ, এস, আই নিমাই ব্যানার্জীর সাত পুরুষ টেনে যতটা সম্ভব গালিগালাজের পর দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ জীপের কাঁচ ভেঙে দেয় ও গাড়ীর চাকার হাওয়া খুলে দেয়। থানায় সে সময় নাকি ও সি থেকে শুরু করে সকলে উপস্থিত থাকলেও হামলাকারীদের গ্রেপ্তার দূরের কথা কোন প্রতিরোধ পর্যন্ত করেনি বলে খবর। হামলাকারীরা বীরদর্পে ওখান থেকে চলে যায়। পরবর্তীতে সরকারী সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগ এনে সুতী থানা এলাকার মহেন্দ্রপুর গ্রামের জনৈক বাবর আলি জঙ্গিপুরের এস, ডি, জে, এমের কাছে আবেদন করলে এস, ডি, জে, এম জঙ্গিপুরের এস, ডি, পি, ওকে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেবার নির্দেশ দেন।

টাউন লাইব্রেরীর নয়া নিয়মকানুন পড়ুয়া তৈরীর সম্পূর্ণ বিপক্ষে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান টাউন লাইব্রেরীর বর্তমান কমিটি তাঁদের ইচ্ছে মতো লাইব্রেরী পরিচালনা করছেন। লাইব্রেরীর সাধারণ সদস্যদের কথা বিবেচনা না করেই নিজেদের ইচ্ছে মতো বই কিনছেন। সদস্যদের প্রতি যখন যা ইচ্ছে সরকারের নিয়মনীতি ছাড়াই চাপিয়ে দিচ্ছেন। ধুলিয়ানের সাধারণ লোক এমনিতে ভি, ডি, ও বা সিনেমায় মত্ত থাকেন। অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশী এখানে। লাইব্রেরীতে বই পড়তে যাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা খুবই নগণ্য। পূর্বে লাইব্রেরীতে ভর্তি ফি ছিল ৫-০০ টাকা। মাসিক চাঁদা ১-০০ টাকা। বই জমা দিতে দেরি হলে ৩ পয়সা প্রতিদিন জরিমানা লাগতো। কিন্তু বর্তমান কমিটি নতুন নিয়ম করেছেন ১০০-০০ টাকা মূল্যের বই পড়তে হলে সদস্যদের বই-এর দামের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। এমতাবস্থায় সাধারণ গরীব বিড়ি বেঁধে যারা সংসার চালান তাদের তা সম্ভব না হওয়ায় তাঁরা ১০০-০০ টাকার নিচে যে সব বই আছে তা পড়তেন। বর্তমানে আবার লাইব্রেরী কমিটি নোটিশ দিয়ে জানায় ২৫ টাকা জমা অবশ্যই দিতে হবে। অপরদিকে ছাত্রদের ক্লাসের বই নিতে হলে ৪০ শতাংশ বই-এর মূল্য জমা দিতে হবে। এই সব নতুন নতুন নিয়মের প্রতিবাদ করেও কোন ফল হয়নি। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে যখন সরকার থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তখন ধুলিয়ান টাউন লাইব্রেরী কমিটির বিপক্ষ (শেষ পৃষ্ঠায়)

মাধ্যমিকের সার্বিক ফলাফলে ফরাক্কা ব্যারেজ হাই স্কুল মহকুমায় শীর্ষে সর্বোচ্চ নম্বর সন্তর দ্বিতীয় শঙ্কু

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় সমগ্র পশ্চিমবাংলায় পাশের হার প্রায় ৬৯ শতাংশ, সেখানে জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা ব্যারেজ হাই স্কুলই সার্বিক ফলাফলের বিচারে মহকুমায় শীর্ষে। ঐ স্কুলে পাশের হার ৯১.৫ শতাংশ। স্কুলের মোট ২৪০ জন পরীক্ষার্থীর ২৩.৫ শতাংশ প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। প্রথম বিভাগে ৮জন ষ্টারসহ ৫৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৮০, তৃতীয় বিভাগে ৮৩, (৩য় পৃষ্ঠায়)

পৌনে তিন লাখ টাকা ডাকাতি ধৃত ছ'জনই জঙ্গিপুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৬ জুন সকাল ১১টা নাগাদ অরঙ্গাবাদের কমলা বিড়ি কোম্পানীর পৌনে তিন লাখ টাকা ৩৪নং জাতীয় সড়কের আলিনগরে ছিনতাই হয়। ফরাক্কা থেকে একটা টাটা ৪০৭ গাড়ীতে কোম্পানীর ম্যানেজার ঐ টাকা অরঙ্গাবাদ আনছিলেন। তিনি একটা (৩য় পৃষ্ঠায়)

চারটি ভুয়া তপশীল সার্টিফিকেটের তদন্তে নামল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সমস্ত জেলা জুড়ে ভুয়া তপশীল সার্টিফিকেটের রমরমা বাজারের ব্যাপারে পত্র পত্রিকায় সংবাদের পর তদন্তে নামে প্রশাসন। এর মধ্যে জঙ্গীপুর মহকুমায়ও বহু ভুয়া সার্টিফিকেটের খবর মেলে। বর্তমানে মহকুমায় চারটি সার্টি-ফিকেটের ব্যাপারে জেলা শাসক মহকুমা শাসককে তদন্তের ভার দিলেন। চারজনের মধ্যে মালদা বি টি কলেজে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ প্রয়োজন দক্ষতার ॥

বিচিত্র আমাদের এই দেশ! এখানকার প্রাকৃতিক রূপসংস্থান যেমন নানা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত, জলবায়ুর দিক দিয়াও তেমনি কোথাও উষ্ণ-আর্দ্র, কোথাও রুক্ষ-শুষ্ক-উত্তপ্ত, কোথাও বা হিমশীতল। নানা স্থানে নানা উদ্ভিজ্জ দেখা যায়। ভারতে বসবাসকারী মানুষও নানা বৈচিত্র্যময়, বিচিত্র তাহাদের অন্তরপ্রকৃতি তথা মানসিকতা।

যে সময় আমাদের বীর জওয়ানেরা নিজেদের সর্বসুখ বিসর্জন দিয়া অকল্পনীয় এবং অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া দেশের নিরাপত্তা, দেশের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেছে এবং ক্রমসাফল্যলাভ করিতেছে, তখনই আমাদের দেশের একশ্রেণীর 'বিভীষণ' মার্কা মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের শত্রুর উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা প্রদান করিয়া চলিয়াছে। সংবাদে জানা যায়, দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলগুলিতে শত্রুরা 'বিভীষণ' সহায়তায় কোথাও প্রকাশ্যে সংঘর্ষে, কোথাও বা নানা অন্তর্ঘাতমূলক কর্মে লিপ্ত রহিয়াছে।

জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি অনুপ্রবেশকারী এবং পাকসেনারা ভারতের ভূখণ্ডে অনেকটা স্থানে সুদৃঢ় ঘাঁটি গাড়িয়া নিশ্চিন্তে ভারতীয় এলাকায় গোলাগুলি চালাইতেছে। জম্মু-কাশ্মীরকে অশান্ত করিয়া ভারতের হাত হইতে উহা ছিনাইয়া লওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। এইবারের যে যুদ্ধ-সংঘর্ষ চলিতেছে, পাকিস্তান তাহার প্রস্তুতি বহু পূর্ব হইতেই লইয়াছিল। তাই পাকমদতপুষ্ট হানাদারেরা সুউচ্চ পার্বত্যস্থানে সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে। উহারা উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থ ভারতীয় জওয়ানদের উপর স্বচ্ছন্দ আক্রমণ চালাইতেছে; ভারতীয় জওয়ানেরা চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া লড়াই চালাইয়া যাইতেছে এবং সাফল্যলাভ করিয়া চলিয়াছে। কারগিল, দ্রাস, বাতালিক সেক্টরগুলিতে জঙ্গি অনুপ্রবেশকারী ও পাক বাহিনী আর সুবিধা করিতে না পারিয়া অন্যান্য স্থানে যুদ্ধের ফ্রন্ট খোলার চেষ্টা করিতেছে যাহাতে কারগিল হইতে ভারতের আক্রমণের তীব্রতা কমে। ভারত ইহারও মোকাবিলায় প্রস্তুত রহিয়াছে।

একই সঙ্গে পাকিস্তানের আই এস আই আমাদের দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া বিবিধ নাশকতামূলক কাজ চালাইতে তৎপর হইয়াছে। আই এস আই-এর পক্ষ হইতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিদিগকে ভারতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করান হইতেছে। এই জঙ্গিরা নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, মায়ানমার দিয়া অসম, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা, অরুণাচল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত হানিতেছে এবং পরে বড় আকারে আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুতি চালাইতেছে।

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার এবং উত্তরবঙ্গের সীমান্ত দিয়া বাংলাদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গে অবাধে অনুপ্রবেশের কাজ চলিতেছে। এই অনুপ্রবেশকারীদের অনেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি। আমাদের বি এস এফ বাহিনী সীমান্ত অঞ্চল তদারক করিলেও রহস্যময় কারণে এই অনুপ্রবেশ সম্ভব হইতেছে। করিমপুর সীমান্ত দিয়া অবাধে লোকজন পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে আই এস আই-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিরা অবশ্যই ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমাদের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী যদি মানবিকভাবে সতর্ক থাকেন, তবে ইহা সম্ভব হইবে না।

'অন্যে পরে কা কথা'। আমাদের এই মহকুমা শহরে নিত্যই বহু অচেনা মুখ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমাজে মিশিয়া কাজ হাসিল করিতে উদ্যোগী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ ছাড়া ভারতের এখন প্রকারান্তরে আর তিন দিকে শত্রু রহিয়াছে; একদিকে প্রত্যক্ষ, অন্যত্র পরোক্ষ। ইহার মোকাবিলায় দরকার রাজনৈতিক ও সামরিক কুশলতা।

বিশ শতকের বিশ কথা

স্বাধীনতার উষালগ্নে

আবদুর রাকিব

বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতার দিনটি নিছক আনন্দোজ্জ্বল ছিল না। ছিল অনেকখানি বিষণ্ণ—বিশেষ করে তাঁদের কাছে যাঁরা মনে প্রাণে ভারত-বিভাজনের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, তাঁরা পরাজিত। বহু ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই মহান ভারত তার আত্মার অমিলন আদর্শকে ধরে রাখতে পারল না। ইতিহাসের প্রবল দাবির কাছে নতি স্বীকার করে সবাই হয়ে গেলেন কালের হাতের পুতুল।

যেমন মহাত্মা গান্ধী। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি, স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ঐদিন কলকাতায় অনশনরত। শুধু ইংরেজ চলে গেছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক হয়নি। হিংসায় দীর্ণ হয়েছে দেশ ও জাতি। তিনি মনে করছেন, তাঁর জীবনের সাধনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। ওদিকে দিল্লীতে, ১৯৪৭-এর ১৪ আগষ্ট মধ্য রাত্রি পর্যন্ত গড়িয়ে চলেছে স্বাধীনতা বরণের স্বাগত উৎসব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে। একটি লোক এ আনন্দের শরিক হতে পারছেন না। প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন: 'the sad sad face of Maulana Azad, to whom the occasion was something of a tragedy, sticking out from the sea of happy faces like a gaunt and ravaged rock.' (Mosley, Last days of British Raj)

একালের ঐতিহাসিকেরও এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় গ্রীক নাটকের, সফোক্লিসের চরিত্রগুলির কথা, বিশেষ করে রাজা ঈডিপাসের কথা। এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি সঙ্কেতে চরিত্রগুলি পতঙ্গের মত ছুটে যায় ট্রাজেডির দিকে। শতচেষ্টা করেও অমোঘ পরিণতি এড়াতে পারে না। ভারত বিভাজনেও রয়েছে সেই অদৃশ্য শক্তির খেলা। না হলে, বিভাজন-বিরোধী হয়েও সংগ্রামী 'কুশীলবেরা ক্ষমতা হস্তান্তররূপী নাটকের শেষ অঙ্কে কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই বার বার এমন ভূমিকা কেন গ্রহণ করলেন যার জন্য দেশ বিভাগ অপরিহার্য হল;' (শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—জিন্না/পাকিস্তান নতুন ভাবনা)

কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ-বিভাজন হলেও, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান, উভয় রাষ্ট্রই দ্বিজাতি-তত্ত্বকে বাতিল করে। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এম. এ. জিন্নাহ বলেন, 'আমাদের দেশে হিন্দু, খ্রীষ্টান, পার্শী প্রমুখ বহু অমুসলমান রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা সবাই পাকিস্তানী। অপর যে কোন নাগরিকের মতই তাঁরা সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং পাকিস্তানের কাজকর্মে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালন করবেন।' (বি. শিব রাও India's Freedom Movement) গান্ধীজীকে তাঁর এক ইংরেজ বন্ধু প্রশ্ন করেন, 'হিন্দু-প্রধান ভারতে মুসলিম-প্রধান কাশ্মীর থাকে কোন্ যুক্তিতে?' মহাত্মা উত্তর দেন, 'হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে যদি মুসলিম-প্রধান মুর্শিদাবাদ থাকতে পারে, তবে হিন্দু-প্রধান ভারতে মুসলিম-প্রধান কাশ্মীরও থাকতে পারে। আমাদের এটা সেকুলার ষ্টেট। এ রাষ্ট্রে যে যার ধর্ম পালন করতে পারে, কিন্তু নাগরিক কেউ হিন্দু বা কেউ মুসলিম নয়, সকলেই ভারতীয়।'

[অন্নদাশঙ্কর রায়—বিনুর অপসরণ (চতুরঙ্গ)]

সেদিন মুসলিম-প্রধান মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি কিরূপ ছিল? [পরবর্তী সংখ্যায়]

ধৃত ছ'জনই জঙ্গিপুরের (১ম পৃষ্ঠার পর)

চটের ব্যাগে অত্যন্ত অসতর্কভাবে ঐ টাকা বহন করছিলেন বলে পুলিশের অভিমত। জনা দশেক ডাকাত একটি এ্যাম্বাসাডার নিয়ে বিড়ি কোম্পানীর ঐ গাড়ীকে ধাওয়া করে আলিনগরে রাস্তা আটকে দাঁড়ায়। সশস্ত্র ডাকাতরা এরপর ম্যানেজার ও গাড়ীর ড্রাইভারকে ভয় দেখিয়ে টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে পাকুড়ের দিকে মোড় নেয়। রাস্তায় এক ট্রাক ড্রাইভারের কাছ থেকে ছিনতাই-এর খবর পেয়ে ফরাক্কার সাব-ইন্সপেক্টর রাধারমণ সিংহ জীপ নিয়ে বিহারের বাঘা মোড়ের কাছে ডাকাতদের গাড়ী দেখতে পান। সে সময় গাড়ীটি বিকল হওয়ায় দুষ্কৃতিরা সেটিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের জীপ লক্ষ্য করে ডাকাতরা গুলি চালায় এবং বেশীর ভাগ ডাকাত পালিয়ে গেলেও দু'জন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। পালিয়ে যাওয়া ডাকাতদের মধ্যে চারজন পাকুড় থানার এক গ্রামে লোকজনের হাতে প্রহার খেয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ডাকাতদের কাছ থেকে লুট হওয়া টাকার অধিকাংশই উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জঙ্গিপুর মহকুমাকে ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য বলে স্বীকার করেন। তাঁর মতে ডাকাতরা সবই জঙ্গিপুর ও তার আশপাশ এলাকার। এমনকি ধৃত যে দু'জন জঙ্গিপুর সাবজেলে বন্দী তাদের একজনের বাড়ী রঘুনাথগঞ্জ লাগোয়া কানুপুরে, নাম আসরাফ সেখ। অপরজন জঙ্গিপুর বরোজের, নাম সাদেক সেখ। এছাড়া ঐ ডাকাত দলে বীরভূমের লোহাপুর, আসুরিয়া প্রভৃতি এলাকার ডাকাতরাও ছিল বলে জানা যায়।

সর্বোচ্চ নম্বর সত্ত্বর দ্বিতীয় শঙ্কু (১ম পৃষ্ঠার পর)

কম্পার্টমেন্টাল ১৬ ও ফেল ৫ জন। সর্বোচ্চ সোমা সেন (৬৩৫)। তবে মহকুমায় সর্বোচ্চ নম্বর রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের সন্ত চক্রবর্তীর (৭০৫)। সে অতিরিক্ত বিষয়সহ মোট ৬টিতে লেটার মার্কস পেয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর সাগরদীঘি বয়েজ হাই স্কুলের শঙ্কু ভট্টাচার্য্যের (৭০১)। তবে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে বহরমপুর জে এন একাডেমির এক ছাত্রর ৭০৫ নম্বরই জেলায় সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর। এছাড়া জঙ্গিপুর হাই স্কুলেও পাশের হার ৯১ শতাংশ। ঐ স্কুলে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৮৯। তার মধ্যে চারজন ষ্টারসহ ২০ জন প্রথম বিভাগে (২২'৫ শতাংশ), দ্বিতীয় বিভাগে ৪৯, তৃতীয় বিভাগে ১২, কম্পার্টমেন্টাল ৫ ও ফেল ৩ জন। সর্বোচ্চ আনন্দ মুন্দ্রা (৬৬১)। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজে পাশের হার ৮৯ শতাংশ। তবে এই স্কুলের ছাত্র মহকুমায় শুধু সর্বোচ্চ নম্বরই পায়নি, এই স্কুলে মোট ২০৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৫ জন (৪১ শতাংশ) পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে পাশ করে স্কুলের সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। তার মধ্যে ২৫ জন ষ্টার মার্কসও পেয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে ৮৬, তৃতীয় বিভাগে ১৩, কম্পার্টমেন্টাল ১৮ ও ফেল ৫ জন। রঘুনাথগঞ্জ গার্লসে মোট পরীক্ষার্থী ১৩৫। তার মধ্যে ১০ জন ষ্টারসহ ৪০ জন (৩০ শতাংশ) প্রথম বিভাগে, ৫৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে, তৃতীয় বিভাগে ২৩, কম্পার্টমেন্টাল ৬ ও ফেল ১১ জন। পাশের হার ৮৮ শতাংশ। সর্বোচ্চ পায়েল চ্যাটার্জী (৬৫৯)। জঙ্গিপুর গার্লস ও শ্রীকান্তবাটী স্কুলের ফলাফল অত্যন্ত হতাশাজনক। জঙ্গিপুর গার্লসে মোট ৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২টি ষ্টারসহ ৭ জন প্রথম বিভাগে, দ্বিতীয় বিভাগে ১৬, তৃতীয় বিভাগে ৫, কম্পার্টমেন্টাল ৭ ও ফেল ৪১ জন। পাশের হার ৩৭ শতাংশ। সর্বোচ্চ অদ্রিজা সাহু (৬৪৯)। শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৯১। কোন ষ্টার নাই। প্রথম বিভাগে ৭, দ্বিতীয় বিভাগে ১২, তৃতীয় বিভাগে ৩২, কম্পার্টমেন্টাল ও ফেল মিলে মোট ৪০ জন। পাশের হার ৫৬ শতাংশ। সর্বোচ্চ সোমনাথ সরকার (৫৭২)। মির্জাপুর ডি পি হাই স্কুলের মোট ৫৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একটি ষ্টারসহ ৭ জন প্রথম বিভাগে, দ্বিতীয় বিভাগে ৩০, তৃতীয় বিভাগে ১০, কম্পার্টমেন্টাল ৪ ও ফেল ২ জন। পাশের হার ৮৯ শতাংশ। সর্বোচ্চ অমিতকুমার জৈন (৬১৮)। বাড়ালা আর ডি সেন হাই স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ১৪৬। ১ জন ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ১২ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৯ ও তৃতীয় বিভাগে ৫৩। কম্পার্টমেন্টাল ১৪, ফেল ১৮। পাশের হার ৭৮ শতাংশ। সাগরদীঘি বয়েজের মোট পরীক্ষার্থী ৯৪। চারজন ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ১৯, দ্বিতীয় বিভাগে ২৬, তৃতীয় বিভাগে ৩৩। কম্পার্টমেন্টাল ও ফেল মিলে মোট ১৬ জন। পাশের হার ৮৩ শতাংশ। সাগরদীঘি গার্লসের মোট পরীক্ষার্থী ৯০। প্রথম বিভাগে একজন ষ্টারসহ ৬, দ্বিতীয় বিভাগে ১৪, তৃতীয় বিভাগে ৩৬, কম্পার্টমেন্টাল ১৪ ও ফেল ২০ জন। পাশের হার ৬৩ শতাংশ। সর্বোচ্চ ইন্দ্রাণী সরকার (৬০৯)।

বি জে পি-র ধর্ণা ও ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ জুন বেলা ১০টা থেকে তিনটে পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির স্থানীয় কর্মীরা জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের বারান্দায় ৩৪৬ ডাউন ট্রেনটিকে হয় পূর্বেকার মত বারহারোয়া থেকে না হয় জঙ্গিপুর থেকে ছাড়ার দাবীসহ ট্রেনের লেট রাণিং, বিশেষ করে মালদা টাউন, কাটিহার ও তুপুরের বারহারোয়া কাটোয়া লোক্যাল ট্রেনগুলির চরম দেরী করে যাবার বিরুদ্ধে, চেকার ও তাদের দালালদের অত্যাচার ও কর্তব্যে ফাঁকির ব্যাপারে এবং রেলের লাইন ও কালভার্ট মেরামতের দাবীতে ধর্ণায় বসেন এবং ডি আর এম হাওড়া ও মালদাকে সবকিছু লিখিত জানান। দাবী না মানলে তাঁরা ১৭ জুলাই তিস্তা তোর্সা অবরোধ করবেন বলে ঘোষণা করেন। এছাড়া সেদিন বিজেপির পক্ষ থেকে হাসপাতাল, ইলেকট্রিক সাপ্লাই ও মেন পোষ্ট অফিসে বিভিন্ন দাবীতে ডেপুটেশন দেওয়া হল।

নিলাম

আগামী ১০ই আগষ্ট ১৯৯৯ বেলা ৩ ঘটিকায় ষ্টেট ব্যাঙ্কের জঙ্গীপুর শাখায় নিম্নলিখিত অনাদায়ী হিসাবের বন্ধকীকৃত সোনার গহনা প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে।

নিলামে অংশ লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শাখা প্রবন্ধকের সঙ্গে অগ্রিম যোগাযোগ করিতে পারেন। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া ঐ নিলাম সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পূর্বে অথবা নিলাম চলাকালে স্থগিত রাখিবার অধিকার শাখা কর্তৃপক্ষের থাকিবে।

হিসাব নং GL 28/32—স্বর্ণদ্যুতি নাথ

আদিত্যনারায়ণ রায়
শাখা প্রবন্ধক
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
জঙ্গীপুর শাখা

ফল-গরু-বিদেশী সুতো আটক

ধুলিয়ান : সম্প্রতি নিমতিতা বর্ডার থেকে বি, এস, এফ এবং কাষ্টমসের যৌথ উদ্যোগে ৭৫ পেটি বেদানা ও ৫০ পেটি খেজুর আটক করা হয়। পরে ঐসব ফল ১০ টাকা কেজি দরে স্থানীয় বাজারে সাধারণের মধ্যে বিক্রী করা হয়। পরবর্তীতে তিনজোড়া বলদ ও প্রায় ১৮ হাজার টাকা মূল্যের কোরিয়ান সুতো আটক করে। এ সব কিছুই বাংলাদেশে পাচার হচ্ছিল।

প্রভাবতীদেবী স্মৃতি পুরস্কার

আমার মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে জঙ্গীপুর মহকুমার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় প্রথম তিনজন ছাত্রীকে ১ম, ২য়, ৩য় পুরস্কার যথাক্রমে ১০০০৲, ৩০০৲, ২০০৲ টাকা দেওয়া হবে ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে।

ডি এ, ১৬৮ সল্টলেক সিটি কলি:—৭০০০৬৪

ডঃ সতীপতি চট্টোপাধ্যায়
প্রফেসর—ফিজিওলজি বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পড়ুয়া তৈরীর সম্পূর্ণ বিপক্ষে (১ম পৃষ্ঠার পর)

দৃষ্টিভঙ্গি কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। শুধু তাই নয় ছাত্রদের কাছ থেকেও জরিমানা হিসাবে দৈনিক ১০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। কমিটির বর্তমান সম্পাদক একজন শিক্ষক ও বামপন্থী দলের সক্রিয় কর্মী। তিনি কেন এ ধরনের চাপ সৃষ্টি করে লাইব্রেরী থেকে সাধারণ পড়ুয়াদের সড়িয়ে দিচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না।

তদন্তে নামল প্রশাসন (১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মরতা করবী সরকার, ষ্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার চন্দন সাহা, বাণীপুর চকসাইদপুর জুনিয়র হাই স্কুলের করণিক তেজেন্দ্রনাথ সরকার আছেন। দীর্ঘদিন পূর্বে খবর প্রকাশিত হলেও তদন্তের কাজে এত বিলম্ব কেন তা জানতে গত ৭ জুন বিজেপির রঘুনাথগঞ্জ কমিটির পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসক জানান, চারজনের বিরুদ্ধে প্রথম তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে। ওরা বহিঃরাষ্ট্র থেকে বহু কাগজপত্র জোগাড় করলেও তাদের ধূর্ততার জাল বেশী দূর এগোবে না।

গ্রাম্য বিবাদে একজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ জুন বিকেল ৫-৩০ নাগাদ সাগরদীঘি থানার বালাগাছি গ্রামে দু' পক্ষের সংঘর্ষে একজন মারা যান। জানা যায়, ঐ গ্রামের বাবলু সেখ ও মুকুল সেখের মধ্যে ঘাটের ইজারা ও জমিজমা সংক্রান্ত একটা গণ্ডগোল দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। ঘটনার দিন দু' পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধলে গোলাব সেখ ও লাইলি বিবি বোমায় গুরুতর জখম হন। তাঁদের আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর নিয়ে যাবার পথে গোলাব সেখ মারা যান। গোলাব মুকুল সেখের লোক বলে জানা যায়। গ্রামে শান্তি অক্ষুন্ন রাখতে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। কোন গ্রেপ্তারের খবর নাই।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিংচার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✕ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।